বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গ 'আলপনা'

সৃজন দে সরকার

লোকসংস্কৃতির বিষয়গুলি প্রশ্নাতীতকাল আপনরীতিতে বহমান, যার একটি হলো আলপনা। যদিও সমগ্র বাংলাদেশে এটি 'আলপনা' নামে খ্যাত হলেও, ভারতের স্থানভেদে সামান্য চরিত্র পরিবর্তনে নামের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।[১] চমৎকারভাবে আলপনার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আলিপনা' প্রবন্ধে—

> আলিপনাগুলি তেমনই সহজে যে রেখা যেসব আঁকা-বাঁকা ছোট ছোট মেয়েদের হাতে আসে সেই দিয়ে নিজ হাতে লেখা মনের ইচ্ছা। অশিক্ষিত হাত ছাপ বলেই তা সুন্দর হলো; এই বলব। আলিপনাও তেমনি জ্যামিতিক ও নির্ভুল নক্সা হলে আর আলিপনা থাকে না।[২]

এই প্রসঙ্গে তিনি একটি ছড়া উদ্ধার করেছেন—

> ছেলে-ভুলানো ছড়া যেমন চাঁদ ধরা ফাঁদ
> ব্রতচারিণীর আলিপনার সেই শ্রী ও ছাঁদ।

তেমনই, 'ভারতকোষ'-এ মেলে সংক্ষিপ্ত সম্পূর্ণ ধারণাটি—"ঘরের মেঝে, দেওয়াল বা উঠোনে পিটুলির সাহায্যে সম্পাদিত মাঙ্গালিক অঙ্কন।"[৩]

নিয়ম অনুসারে, ব্রতপালনের আগেরদিন বা সেদিন উপোস থেকে স্নান বা হাত-মুখ পরিষ্কার করে ভোগ বা নৈবেদ্য সাজিয়ে আলপনা দিয়ে সে সব নিবেদিত করা হয়, শেষে প্রচলিত ব্রতকথাটি নিজে বলে বা বড়দের মুখে শুনে তার সমাপ্তি ঘটে। আলপনার সমস্ত বিষয়টিই গৃহস্থালির শিল্পকর্ম বা Domestic Art এবং মেয়েলি বা Feminine Art যার সম্পর্কে তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> All these designs had their birth in Woman's imagination, there have never been models or implements to help in tracing or painting them.[৪]

ব্রতর সঙ্গে সম্পর্কিত 'আলপনা'-র বিষয়টি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত'তে প্রাথমিকভাবে এই ধারণা প্রকাশ করেন। 'ব্রত' শব্দটির উল্লেখ মেলে ঋগ্বেদের অনেকগুলি সূত্রে (২, ৩, ৮, ৩৮ ইত্যাদি)।[৫] তেমনি, পৌরাণিক দেবদেবীর পুজোয় 'আলপনা'র ব্যবহার মিলেছে, যদিও সেগুলিকে মাঙ্গালিক চিহ্ন ছাড়া সরাসরি ব্যবহারিক প্রয়োগে দেখা যায়নি।

কিন্তু, বাংলার 'আলপনা' সে চরিত্র হতে স্বতন্ত্র। আমরা 'আলপনা'-র একটি সম্পূর্ণ ছকের দ্বারা তা পরিস্কার করতে পারি—

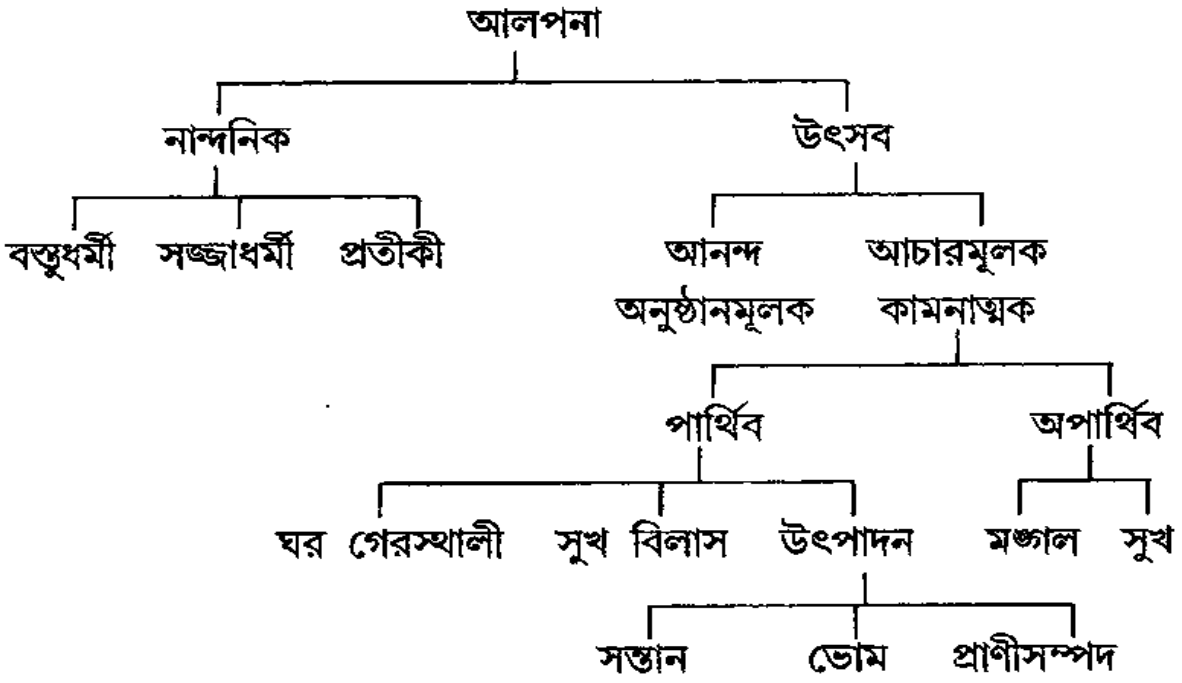

'আলপনা'-র শাখাগুলির রূপরেখাটি পরবর্তী আলোচনায় সহায়ক হবে।[৬]

'আলপনা' শব্দটির উৎস কিন্তু লোকায়ত নয় বা প্রাকৃত ভাষা হতে আগত নয়—তা সংস্কৃত হতে। সংস্কৃত 'আলিম্পন' থেকে তদ্ভবীকরণ করে আ-লিপ্-লুট পৃষোদবাদিত্বাৎ লুম হয়ে বাংলা 'আলপনা' হয়েছে। এর মূল অর্থ 'দেবস্থান লেপন বা চিত্রীকরণ'। ব্রজবুলিতে 'আলিপন' শব্দটি বিদ্যাপতি তাঁর পদেও উল্লেখ করেছেন—

আলিপন দেয়ব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার।।

তবে, 'আলপনা'-র প্রাক-ইতিহাস তাত্ত্বিকদের মতে প্রস্তরযুগ কিংবা তাম্রযুগ ও কৃষিসভ্যতার বিকাশের সূত্র জড়িত। দেবতার ধারণা 'সর্বপ্রাণবাদী' (Animism) ছিল। মানুষ যেকোনো প্রাণী, উদ্ভিদ, প্রস্তরখণ্ড, নদী, আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যসহ মনুষ্য-নির্মিত বস্তুকে প্রাণবন্ত (Animated) বলে মনে করত। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের প্রবক্তা এডওয়ার্ড বার্নেট টেলর এটিকে 'one of anthropology's earliest concepts, if not the first' বলেছেন। তাঁর গ্রন্থে[৭] তিনি মানা বা ম্যানা (MANA) নামে এক দৈবশক্তির কথা বলেছেন। যা মানুষ তাদের জীবনধারণের জন্য এক কল্পিত ব্যক্তি হিসেবে এক অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাস করতেন। মাউরি মার্সডেন এ সম্পর্কে বলেছেন—

> Spiritual power and authority as opposed to the purely psychic and natural force.[৮]

এই মানাকে তুষ্ট করতে নানা জাদুবিদ্যার প্রয়োগ করা হতো। তার একটি চিত্রাঙ্কন—যার অঙ্গ হলো সাঙ্কেতিক চিহ্ন, রেখাঙ্কন, প্রতীকের ব্যবহার। মানুষের কল্পনাশক্তি বুদ্ধির সঙ্গেই তাতে নান্দনিকতা যুক্ত হয়েছে। সেই কারণে মাধুরী সরকার জানিয়েছেন—"আলপনা শিল্প যুগ যুগ ধরে তার অঙ্গে বহন করে চলেছে আদিম শিকারকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক সংস্কারগুলিকে।"[৯]

বিষয়টি হলো, নরম কাদামাটির ওপর দিয়ে কোনও পাখি বা প্রাণির পায়ের ছাপ দেখে তার সন্ধানে গিয়ে শিকার পাওয়া, কোনও একটি পশুর ছবি এঁকে তাকে একটি দাগ টেনে হত্যা করে তেমন পশু শিকারের আশা, পুকুর ভরা মাছের ছবি এঁকে তার আশা কিংবা ধানের ছড়া এঁকে ধান ফলনের আশা, কৃষকবন্ধু সাপ ও পেঁচার চিত্র, কুণ্ডলীকৃত বিষয় এঁকে সরীসৃপ বা প্রাণীর কুণ্ডলীকৃত হয়ে থাকা সঙ্গে তার ডিমের সন্ধান উপরি পাওনা, সরীসৃপের চলা-ফেরার দাগ অবলম্বন করে তার শিকার থেকে নানা সর্পিল লতার নকশা ইত্যাদি। তবে, তৎকালীন কৃষি-সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে 'আলপনা'-র সম্পর্কে পল্লব সেনগুপ্তর মত—

> আদিম মানুষের চিত্রকলায় অবলীণ তাৎপর্যটি ছিল জীবন ও জীবিকার জন্য কিছু অর্জন করা; পরবর্তীকালে আলপনার যে ব্যবহারিক অভিপ্রকাশ ঘটেছে, তার উৎস অবশ্য শিকার এবং সংগ্রহভিত্তিক আদিম অর্থনীতি নয়, বরঞ্চ কৃষি-নির্ভর সমাজের পরিমণ্ডল।[১০]

অতএব, আলপনার পিছনে যে দীর্ঘ ঐতিহ্য তার রূপরেখা মিলল। আর এরসঙ্গে মেয়েলি বিষয় ও ব্রতকথার সংযোগে এর প্রাচীনতার ক্ষেত্রটিও প্রকাশিত হলো। যেখানে মেয়েলি মানসিক কামনা-বাসনা পূরণের আশাই মূলত চরিতার্থ হয়। নিজ পরিবার বা সমাজকে ঘিরেই যা আবর্তিত হয়। যা কখনও নিজের, কখনও নিজ পরিবার, স্বামী, পুত্র বা কন্যা, কখনও বা ভাবী স্বামীকুল, পূর্বপুরুষদের জন্যেও নানা বিষয় প্রার্থিত হয়। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী এজন্যেই বলেছেন—"যেমন আলপনার অভিব্যক্তি, তেমনই তার ওপর কালে কালে মতামতের অভিব্যক্তিও দেখা গেল।"[১১]

বিষয় হিসেবে আলপনাতে যেগুলি উঠে আসে তা পরিবেশ প্রকৃতির অংশ, যার কারণটি আগে বলা হয়েছে। যেখানে সুধাংশুকুমার রায়ের অনুসরণে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের (সুধাংশুবাবু যাকে 'ঠাঁট' বা 'ভঙ্গী' বলেছেন, গ্রাম্য মেয়েরা আলপনার বিষয়গুলিকেও 'ঠাঁট' বলেন) উল্লেখ করা যায়।[১২] সেগুলি হলো—পাখি (পেঁচা, সুবচনীর হাঁস, জোড়া পাখী, এক মুখে তিন পাখী), জীব-জন্তু (হাতি, ঘোড়া, গরু, মহিষ, কুমীর, কচ্ছপ, মাছ, সাপ), মানুষ (পুরুষ, মেয়ে, শিশু, সিপাহী, কোলে পো, কাঁখে পো), গাছ-লতা-পাতা-ফুল (সুপুরি, গুয়া, নারকেল, বট, তাল, সীজ, তুলসী, ধানের ছড়া, কাঁটা গাছ, কলমিলতা, শঙ্খলতা, খুন্তিলতা, লতা, সোনা ধানের শীষ, বাঁকা ধানের শীষ), উদ্ভট জীব, গ্রহ-নক্ষত্র (ত্রিকোণ পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, ধরিত্রীদেবী, তারা), নিত্যব্যবহৃত বস্তু (পানের বাটা, কৌটো, কোশা-কুশী, ঘণ্টা, কুলো, চামর, কাজল-লতা, ধানের গোলা, আয়না, চিরুনি, নানা অলঙ্কার), ঘটনা বা দৃশ্য (হাট-বাজার, মন্দির, মঠ, পাল্কি-বেহারা, রান্নাঘর, ঢেঁকীঘর, ধানের গোলা, গঙ্গা যমুনা নদী, দালান বাড়ি)। এছাড়াও দেখা মেলে পদচিহ্ন, কৃষিকেন্দ্রিক বিষয় (লাঙ্গল, ধানের শীষ, ধানের গোলা, ঢেঁকী, ধান ভরা গোলা, ধানভরা লক্ষ্মীর ঝাঁপি), আসন বা পিঁড়ি চিত্র ইত্যাদি।

ভারতীয় চিত্রকলার প্রসঙ্গে এনাক্ষী ভাবনানী তাঁর Floor Decorations অংশে আলপনার কথায় বলেছেন—

> This form of decoration done by women is very old and closely bound up with ceremonial and special significance, such as occasions when requests are made for rain, prayers for successful harvests and thanksgiving, birthdays and weddings, prayers for the welfare of the family and community and for celebration and festival time generally.[১৩]

বৃহৎ অর্থে আলপনার ক্ষেত্রটি বোঝা গেল। তবে, আমরা বাংলার ১০টি নির্বাচিত ব্রত ও তার আলপনার বিষয়টি নিচে সারণিতে উল্লেখ করতে পারি—

ব্রতর নাম	পালনের মাস	ব্রতর উপাচার	ব্রত পালন পদ্ধতি	আলপনার বিষয়	ফলাফল ও বৈশিষ্ট্য	চিত্র সংখ্যা
পৃথিবী ব্রত	চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ সংক্রান্তি	মধু, শাঁখ, দুধ, ঘি	শঙ্খের মধ্যে ঘি, দুধ, মধু দিয়ে ৩ বার ব্রতকথা বলে সেই মিশ্রণ আলপনায় ঢেলে দিতে হয়	পদ্মপাতা আঁকতে হয়, পানপাতা এঁকে তাতে পৃথিবী ও ধরিত্রী দেবী আঁকতে হয়	কুমারী মেয়েরা করে/ ৪বছর পালনের নিয়ম/ সমৃদ্ধি প্রার্থনা/ পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ-পঞ্চতত্ত্বকে তুষ্ট	১
পুণ্যিপুকুর ব্রত	চৈত্র সংক্রান্তি থেকে সারা বৈশাখ মাস	সাদা ফুল, দুর্বা, চন্দন, এক ঘটি জল	উঠানে পুকুর কেটে, ঘাটের চারদিকে কড়ি দিয়ে সাজিয়ে পুকুরে বেল বা তুলসীর ডাল পুঁতে তাতে ৩ বার মন্ত্র পরে জল ঢালতে হয়	পান, সুপারি, কড়ি, পুকুর আঁকতে হয়	কুমারী ও সাধ্বী মেয়েরা করে/ ৪ বছর করতে হয়/ স্বামী ও পুত্রের কল্যাণ/ জল সংরক্ষণ, বৃক্ষ পুজোর সূত্র	২
দশপুতুল ব্রত	চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ সংক্রান্তি	ফুল, তুলসী, দুর্বা	একটি করে মন্ত্র বলে প্রতিটি পুতুল আঁকতে হয়, ১০টি পুতুল এঁকে মন্ত্র পরে তাতে ফুল, দুর্বা দিতে হয়	চারিদিকে পদ্ম, মাঝে বড়ো একটি পদ্ম তারই চারপাশে দশটি পুতুল আঁকা	কুমারী মেয়েরা পালন করে/ ৪ বছর পালন করতে হয়/ নিজেদের মনস্কামনা পূর্ণের আশা	৩
সুবচনী ব্রত	নির্দিষ্ট সময় নেই, শনি ও মঙ্গলবার পালিত হয়	কলার কাঁদি, চাল, ঘট, খই, তামাক, নাড়ু, আমডাল, পান-সুপুরি, তিল, তেল, সিঁদুর।	চারদিকে ৪টে কলাগাছ, গোঁড়ায় ৪জোড়া হাঁস এঁকে জলভরা ঘট আমপল্লব দিয়ে বসিয়ে লাল	৪ জোড়া সুবচনীর হাঁস, ঘট, শঙ্খ, আসন, পান-সুপুরি, চিরুনি, আয়না, পদ্ম, ফুল আঁকতে হয়	নববিবাহিত বরবধূর কল্যাণে/ এয়োতীরা পান, কলা, তিলের নাড়ু, সিঁদুর ছেলে বউয়ের	৪

ব্রতর নাম	পালনের মাস	ব্রতর উপাচার	ব্রত পালন পদ্ধতি	আলপনার বিষয়	ফলাফল ও বৈশিষ্ট্য	চিত্র সংখ্যা
			সালুতে ঢাকা দিতে হয়, সামনে গর্ত খুঁড়তে হয় গর্তে দুধ দিয়ে শঙ্খ বাজিয়ে শেষ করে ব্রতকথা শোনে		মাথায় দেবে	
মনসা ব্রত	শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে অরন্ধন পালন, এছাড়া শনি ও মঙ্গলবার	মনসা/সীজ/স্নুহী গাছ, ৮টি নৈবেদ্য, কলা, দুধ	অরন্ধন উৎসবে আগের দিন রান্না করে রাখা হয়, পরেরদিন আলপনা দিয়ে মনসা গাছের সামনে উৎসর্গ করে দুধ-কলা গাছের নিচে দিয়ে বাকি বাসি রান্না খাওয়া	৮টি সাপ, পদ্ম, গয়না- কান পাশা, বালা, বাজু, গলার হার, পায়ের জোর, চিরুনি, আসন	সাপের কামড়ের থেকে রক্ষা পেতে	৫
লক্ষ্মী ব্রত	প্রতি বৃহস্পতিবার ও ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, চৈত্র	ধূপ, দীপ, ফুল, নারকেল, তালের ফোফরা, চন্দন, নৈবেদ্য, ফল, মিষ্টান্ন	উপোস থেকে স্নান করে ভোগ বা নৈবেদ্য সাজিয়ে আলপনা দিয়ে পূজা দেয়, শেষে ব্রতকথাটি নিজে বলে বা মুখে শুনে শেষ করে	ওপরে লক্ষ্মী-নারায়ণ, গরুড় ও প্যাঁচা পাশে, ধানভরা কুলো, গয়না তাতে বাজুবন্ধ, বালা, পদ্ম, সিঁদুরকৌটি, পদচিহ্ন, ফুল, লতার নকশা	কুমারী ও সাধ্বী মেয়েরা পালন করে/ গৃহের সবকিছুর মঙ্গল কামনাতে পালন	৬
যমপুকুর ব্রত	আশ্বিন সংক্রান্তি থেকে কার্তিক সংক্রান্তি	মানকচু, কলা, হলুদ, কলমি, শুষনী, হিংচে, ধানের চারা	উঠানে পুকুর কেটে জলে সব শাক পুঁতে চারকোণায় ৪টে কড়ি, ৪টে হলুদ,	ত্রিকোণ পৃথিবী, পাখি, কচ্ছপ, একমুখে তিনটে মাছ, কুলো/ পুতুল- দক্ষিণে	৪বছর পালন/ পিতৃকুল, ভাবী স্বামীকুলের মঙ্গল কামনা/	৭

ব্রতর নাম	পালনের মাস	ব্রতর উপাচার	ব্রত পালন পদ্ধতি	আলপনার বিষয়	ফলাফল ও বৈশিষ্ট্য	চিত্র সংখ্যা
			৪টে সুপারি, পুতুল বসানো হয় তাতে মন্ত্র পরে ফুল দেয়	যম, যমী, যমের মামি, উত্তরে মেছো, মেছুনী, পশ্চিমে কাক, চিল, বক, কচ্ছপ, কুমীর, হাঙ্গর, পুবে ধোপা, ধোপানী	মৃত্যুর দেবতা যমকে তুষ্ট/ পরিবেশ ও জলসংরক্ষণের ধারণার সূত্র	
কার্তিক ব্রত	কার্তিক পূর্ণিমা থেকে রাস পূর্ণিমা	তুলসী, গোবর দলা, ধানের শীষ, আতপচাল, হরতকি, আমলকী, নারকেল, সুপুরি	তুলসীতলায় গোবরের পিণ্ড দিয়ে ধানের শীষ গুঁজে (শিব) পাশে মাটির পিণ্ডে (পাঁচজন দেবতা) শেষে সব ধুয়ে জল ঢেলে দেবে	পঞ্চগুড়ি (চাল, হলুদ, বেলপাতা, আমলকী, লাল মাটি, তুষ, পোড়া কয়লার গুড়ি) দুই আঙুলে নিয়ে ঝুর করে ফেলে মৌর্য আলপনা দেবে, পাখি, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, জোড়া পা, সিপাহী, পুকুরের পাশে গৃহের নকশা	প্রতিদিন পুজো করতে হয়/ কুমারী ও সাধ্বী মহিলারা পালন করেন/ সুপুত্র ও সুপাত্র লাভের আশায়	৮
সেঁজুতি ব্রত	কার্তিক সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি	দূর্বা, মধু, চিনি, দই, জল, ঘি, চন্দন গোলা বাটি বা মধুপর্কের বাটি	শিবের চারদিকে ১৬টি ঘর, সেঁজুতির ৫২টি ঘর, প্রতিটির জন্য আলাদা মন্ত্র পরে দূর্বা দিতে হবে	চাঁদ, সূর্য, উনুন, ঢেঁকী, ত্রিভুজে গঙ্গা-যমুনা, দোলা, পাখি, কাজললতা, সাঁড়াশী, ইটের বাড়ি, পাহারা, তালগাছ, সুপুরিগাছ, পুতুল। এছাড়া	কুমারী মেয়েদের দ্বারা পালিত/ ৪বছর পালন করতে হয়/ তাদের সকল মনস্কামনা পূর্ণ হয়	৯

ব্রতর নাম	পালনের মাস	ব্রতর উপাচার	ব্রত পালন পদ্ধতি	আলপনার বিষয়	ফলাফল ও বৈশিষ্ট্য	
				সেঁজুতির আলাদা ৫২টি ঘর আঁকা		
বেলপুকুর ব্রত	কার্তিক সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি	বেলগাছের ডাল, ফুল, দূর্বা, একঘটি জল	উঠানে পুকুর করে তাতে বেলগাছের ডাল প্রতিদিন জল ঢালা, আলপনায় একবার করে মন্ত্র পরে দূর্বা দিতে হয়	বেলপুকুর, রান্না ঘর, গোয়ালঘর, কোলে পো কাঁখে পো, জোড়া পাখি, সতীনের ঘর, চন্দ্র-সূর্য, ঢেঁকী, ত্রিকোণ পৃথিবী	কুমারী মেয়েদের দ্বারা পালিত/ সুখ ও সমৃদ্ধির কামনায়	১০

'পিটুলি' (যা দিয়ে আলপনা দেওয়া হয়, আতপ চালের গুঁড়ো বা শামুকের খোল পুড়িয়ে যে সাদা চুন পাওয়া যায় তাকে বলে পিটুলি) অথবা খড়িমাটি, চুন, জিঙ্ক অক্সাইড এমনকি একালে প্লাস্টিক পেইন্ট দিয়ে যে আলপনা দেওয়া হয়ে থাকে তার বৈশিষ্ট্য ও তার সংশ্লিষ্ট প্রচলিত ব্রতকথার বিবরণ প্রদর্শনে দু'টি বিষয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কসূত্রটি বোঝা গেল। সেক্ষেত্রে, বয়স অনুসারে ১৪ কিংবা স্থানভেদে ও ধর্মীয় প্রস্থানভেদে আলপনা প্রদানের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যদিও, তার মূল রূপটি সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় সমধর্মী। সে প্রসঙ্গে গুরুসদয় দত্ত বলেছেন—

> বাঙ্গালী জাতি যে রসকলা-ক্ষেত্রে পারদর্শিতায় পৃথিবীর মধ্যে একটি অসাধারণ প্রতিভাবিশিষ্ট জাতি, বাংলার মেয়েদের এই আলিম্পনা অঙ্কন করিবার বহুব্যাপক স্বভাবজাত শক্তি তাহার একটি প্রমাণ স্বরূপ।[১৫]

এই কথার সূত্রেই বলা যায়, বাংলার লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আলপনা বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে অনেকটাই ম্লান হয়েছে। পুজোর আগে বাজারে এখন প্লাস্টিকের পাতায় 'আলপনা'রূপী বাহারি নকশা সুলভে বিক্রি হয়। তাতে রঙের বিপ্লব আছে, কিন্তু মাধুর্য নেই! প্রাণ নেই! তবুও, বাংলা তথা সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে 'আলপনা'র মতো বিষয় জড়িয়ে আছে আদিম জনজীবনের প্রবহমান ঐতিহ্যের সঙ্গে। বলা বাহুল্য, নারীর হৃদয়ের কামনা-বাসনা ও তাঁর একান্ত নিজস্ব প্রার্থনার অংশ ব্রতাচার ও আলপনার কোনওরূপ পৌরাণিক-ধর্মীয় কিংবা জাতিভিত্তিক বেড়াজাল কখনই আসেনি। সেজন্যই তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থের ইতি টেনেছেন—

> In far-off villages of Bengal, remote from modern civilization, these Alponas live and glow a new in the heart of Bengali girls.[১৬]

সমগ্র আলোচনা সেই নারী মনের সামান্য প্রার্থনা নিয়ে বপন করা এমন অসামান্য শিল্পকর্মের

কুঁড়ি মাত্র। যেখানে আজও লুকিয়ে আছে ঐতিহাসিক যুগের মানবসভ্যতার শিকারি কিংবা পরবর্তীর কৃষিজীবী মানুষের মানসিকতা। সবশেষে বলা যায়, আলপনাকে শুধু ব্রতের পালিত বাহ্যিক উপাচাররূপে না দেখে বরং বিশ্বজনীন প্রাচীন শিল্পকর্মের অনুসৃষ্টি হিসেবে দেখা উচিত। তবে এই অন্তরের দেখার সৌরভটি একান্তই নিজস্ব অনুভবের।

তথ্যের সন্ধানে

১. রবি বিশ্বাস : 'লক্ষ্মীর পা' চর্যাপদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪
২. তদেব : জানুয়ারি ২০১৪ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আলিপনা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ ১৩৫২
৩. তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় : 'আলপনা', ভারতকোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪২৪
৪. Tapan Mohon Chatterji : 'Alpona' Orient Longmans LTD. Calcutta, 1948
৫. দিলীপকুমার নন্দী : 'মেয়েলি ব্রত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ' সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত মেয়েলি ব্রত বিষয়ে, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫
৬. প্রদ্যোত ঘোষ : আলপনা এবং মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ চক্রবর্তী, আলপনার জৈববৈচিত্র্য, সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি গবেষণা (পত্রিকা), লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১২
৭. Edward Burnett Taylor : Primitive Culture, Researches into the development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Customs 2 Vols. : Cambridge University Press, Cambridge, 2010
৮. Maori Marsden, God, Man and the Universe, Ed. Micheal King, Te Ao HuriHurri : The World Movesà HicksSmith, Wellington, 1975
৯. মাধুরী সরকার : 'ব্রত : সমাজ ও সংস্কৃতি', পুস্তকবিপণি, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৯
১০. পল্লব সেনগুপ্ত : 'আলপনার ইতিহাস', তদেব, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১২
১১. ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী : 'আলপনা (মেয়েলি ব্রতের), তদেব, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১২
১২. সুধাংশুকুমার রায় : 'বাংলার আলপনা', তদেব, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫
১৩. Enakshi Bhavnani : Decorative Designs and Craftsmanship of India, D.B Taraporevala sons & Co. PVT LTD, Bombay-01, 1974
১৪. তদেব : জানুয়ারি ২০১৪
১৫. গুরুসদয় দত্ত : 'বাঙলার মেয়েদের আলপনা', তদেব, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১২
১৬. ibid : 1948

*এছাড়া, সারণী নির্মাণের জন্য সাহায্য নেওয়া হয়েছে কালীকিশোর বিদ্যাবিনোদ/ বৃহৎ বারোমেসে মেয়েদের ব্রতকথা/ অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা-০৯/ ১৪০৮ এবং মাধুরী সরকার/ ব্রত : সমাজ ও সংস্কৃতি/পুস্তকবিপণি, কলকাতা-০৯/ সেপ্টেম্বর ২০১৯-এর গ্রন্থ থেকে।

*কৃতজ্ঞতা স্বীকার- ড. মাধুরী সরকার, গোপী দে সরকার ও বিধান বিশ্বাস।